ভোরের কাগজ

28 FEB 2003

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা সরকারের 'নকলমুক্তির জেহাদ'

মোশাররফ বাবলু, নীলফামারী থেকে ফিরে : সারা দেশে নকলমুক্তির জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। গত সোমবার নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে নকলমুক্তি পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনার মধ্য দিয়ে নকলমুক্তি জেহাদের এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। আগামী ২৪ মার্চ মাসব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত ও কঠোরভাবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরীক্ষায় কোনো শিক্ষক কিংবা কোনো কর্মকর্তা নকল প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকার প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাসহ সঙ্গে সঙ্গে জেলহাজতে প্রেরণ করা হবে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

গত সোমবার ও গত রোববার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন রাজশাহী বোর্ডের ৬টি জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেটসহ সর্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। নীলফামারী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতিমন্ত্রী এক দফা বৈঠকে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে নকলমুক্ত করার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়াও গত সোমবার সকালে সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি মহাবিদ্যালয় মিলনায়তনে উত্তরাঞ্চলের ৬টি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তা ২৭ মার্চ থেকে এসএসসি ২০০৩ পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে জেহাদ ঘোষণার কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। নকলমুক্ত এই কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সারা দেশের জেলাগুলোতে সফর শুরু করেছেন। আগামী ২৪ মার্চ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচি চলবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সভায় বলেছেন, গত বছর থেকে নকলমুক্তি জেহাদ কর্মসূচি শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের নকল না ধরার কারণে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা বহিস্কৃত হয়েছেন। তবে সবদিক বিবেচনা করে বহিস্কৃত শিক্ষকদের সাধারণ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু এবার কোনো শিক্ষককে নকল প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্তদেরকে ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

● শেষের পাতার পর

জেলহাজতে প্রেরণ করা হবে। আর কাউকে ক্ষমা করা হবে না। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ১৯৮০ সালের (নকল প্রতিরোধ) আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, এডিসি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন।

পরীক্ষার হলে অযাচিত কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। পরীক্ষা গ্রহণে সংশ্লিষ্টরাই হলে প্রবেশ করতে পারবে। তবে স্থানীয় সংসদ সদস্য পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসতে পারবেন। তবে তাঁর সঙ্গে কোনো লাম্বু-পাম্বুর হলে প্রবেশ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে কোনো অযাচিত ব্যক্তি প্রবেশ করতে চাইলে প্রয়োজনে তাকে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখতে হবে। একমাত্র হল সুপারিনটেন্ডেন্ট মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষা চলাকালে এলাকায় কোনো ফটোকপি মেশিন ব্যবহার করা যাবে না। এবার যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নকলের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা যায়, গত বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে নকল বেশি হয়েছে এবং নকল করার কারণে ছাত্রছাত্রীও বেশি বহিস্কৃত হয়। এর মধ্যে গত বছর রংপুরে এসএসসিতে ১ হাজার ১৯৩ জন ও এইচএসসিতে ১ হাজার ৬৪৩ জন শিক্ষার্থী বহিস্কৃত হয়। গাইবান্ধায় এসএসসিতে ১ হাজার ৬৬১ জন ও এইচএসসিতে ১ হাজার ৬৭৭ জন, নীলফামারীতে এসএসসিতে ৪৪০ জন ও এইচএসসিতে ৬৬২ জন, লালমনিরহাটে এসএসসিতে ৪২১ জন এইচএসসিতে ৩৪৫ জন, দিনাজপুরে এসএসসিতে ১হাজার ৫৭৪ জন ও এইচএসসিতে ১ হাজার ৪৮২ জন, ঠাকুরগাঁওয়ে এসএসসিতে ১ হাজার ৪৬৯ জন ও এইচএসসিতে ১ হাজার ৭৩ জন এবং পঞ্চগড় জেলায় এসএসসিতে ৩৪৫ জন ও এইচএসসিতে ২৪৩ জন ছাত্রছাত্রীকে নকল করা ও নকল রাখার দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে এবার এসব জেলায় আরো কঠোরভাবে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। জেলাগুলোর ডিসি, এসপি, টিএনও, ম্যাজিস্ট্রেট কর্মকর্তারা এবার নকলমুক্ত পরীক্ষা হবে বলে প্রতিমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন।

গতকালের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও নীলফামারী জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহীর চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন নীলফামারী-৪ আসনের সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন সরকার, রংপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা উপ-পরিচালক আব্দুল কুদ্দুস আলী, নীলফামারী জেলা প্রশাসক আব্দুল বারী খান, পুলিশ সুপার চৌধুরী আবুল্লাহ আল মামুন, দিনাজপুর জেলার ডিসি মোসলেম উদ্দিন ও এসপি কামাল হোসেন, পঞ্চগড় জেলার ডিসি আফতাব হাসান ও এসপি এস এম মিজানুর রহমান, ঠাকুরগাঁও জেলার এসপি সোহরাব হোসেন, কুড়িগ্রাম জেলার এসপি আমিনুল ইসলাম, রংপুর জেলার এসপি মইনুল রহমান প্রমুখ।